কোভিড অতিমারি থেকে লোকাস্ট প্লেগ - দেশের সীমানাকে দেখায় বৃদ্ধাঙ্গুলি, আমরা পারি না?

যে বিষ আমরা জেনেশুনে পান করেছি

করোনার বারবেলা এখন, ইতিহাসেরও। কোভিড অতিমারির ভাবনায় আবার সাইক্লোন আমফানের অশনি-ত্রাস।এবার লোকাস্ট প্লেগ, মরু-পঙ্গ পালের দল, প্রজনন-অনুকূল আবহাওয়ায়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে হানা দিয়েছে, শঙ্কা ব্যাপক শস্য-ক্ষতির।বিশ্ব-জোড়া করোনা-ত্রাসের মধ্যেই ফাঁদ পাতছিলো লাদাখ সীমান্তে চিন-ভারত যুদ্ধের আবহ। আমরা জানতাম, মহামারি ছাড়াও আমাদের জন্যে আরো ট্র্যাজেডি ওঁত পেতে আছে। আরো ভয়ংকর ঝড়, সমুদ্রস্তরের দামাল স্ফীতি,আরো ভয়ংকর বন্যা, শস্যের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি, জীবজগতের ও উদ্ভিদ জগতের সামঞ্জস্য বিনাশ, বাস্তু বিনাশ, এমনি সব আকস্মিক মহা-দুর্ঘটনা সদাই চোখ রাঙিয়ে আছে।এখানেই শেষ নয়, আছে সাবধানবাণী, আসছে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ, বিশ্ব-উষ্ণায়ন।জানলেও, আমাদের প্রস্তুতিতে থেকে যাচ্ছে খামতি। কথাটি সত্য, শুধু কলকাতাবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী নয়, এমনকি আমেরিকাবাসী, বিশ্ববাসীর জন্যেও।

এতসব থেকে বাঁচার কী কী প্রস্তুতি নেবো আমরা? নিকট অতীত থেকে জ্ঞান? দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রান্ত পৃথিবী দেখেনি এমন মহামারি। জন্ম-ইস্তক পশ্চিমবঙ্গ দেখেনি এমন সাইক্লোন।একাধিক যুগ ধরে ভারতের একাধিক রাজ্য দেখেনি এমন পঙ্গপাল-আক্রমণ।

এই প্রজন্মকে আমরা কী শেখাবো? প্রতিটি দেশ শিক্ষায়, জনস্বাস্থ্যে উপযুক্ত রসদ দিক, নচেৎ বিশ্ব-বাজারে সে দেখুক লাল হলুদ কার্ড। মানুষের মঙ্গল-কামনা, নাকি মঙ্গল-গ্রহ কোনটি আগে?বিদ্বৎ-সমাজের সেটিও বুঝে নেবার দায়।পঙ্গপালেরা দেশ-সীমানা ব্যতিরেকে অনুকূল বাতাসে ছুটছে। কোভিড-অতিমারির অনুকূল বাতাসে জন-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম নিশ্চয়তা নিয়ে, সীমান্ত-লাঞ্ছনাহীন চিকিৎসা, চিকিৎস্ক, প্রতিষেধক, নিয়ে শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থে দেশ-নেতারা ছুটতে, অবিলম্বে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন না? কোভিড অতিমারি থেকে লোকাস্ট প্লেগ-দেশের সীমানাকে দেখায় বৃদ্ধাঙ্গুলি, আমরা পারি না?

বাজার অর্থনীতিতে জনস্বাস্থ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় অন্য গ্রহের দখলদারি। ভ্যাকসিন হারে বডি-লোশনের কাছে। পুঁজিবাদী নিষ্ঠুরতা, অবাধ বাণিজ্যরীতির রাংতা-মোড়কে আমরা নব্যউদারনীতিবাদী বিশ্ববাজারের ক্রীড়নকমাত্র। বর্ষীয়ান দার্শনিক চমস্কির প্রতিক্রিয়া, কোভিড-প্রকোপ বাজার অর্থনীতির চূড়ান্ত ব্যর্থতা।মানুষ আবার ভেবে দেখবে, কি রকম পৃথিবী তারা চায়।কোভিডের জন্মভূমি থেকে ফিরে সারা বিশ্বকে 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' ডাক্তার ব্রুস অ্যালিওয়ার্ড জানাচ্ছেন, দেয়ার হ্যাস টু বি অ্যান অ্যাবসোলিউটলি ফান্ডামেণ্টাল চেঞ্জ ইন আওয়ার মাইন্ডসেট।**একজনেরও অরক্ষিত স্বাস্থ্য সমগ্র মানবজাতির স্বাস্থ্যের বিপদ ডেকে আনতে পারে।**২৫শে মার্চ বিশ্ববাসীর কাছে আপিল রাখেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান অ্যান্টনিও গুটারেস কোভিড-১৯ সমগ্র মানবজাতিকে ভয় দেখাচ্ছে, কোন দেশ একা নয়, সমগ্র মানবজাতি **তার মোকাবিলায় জাতি, শ্রেণী, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অন্য সব বিভাজন সরিয়ে মানবসমাজ হিসেবে আমাদের কাজ করতে হবে।**
গত বছরের শুরুতে মানবসমাজকে চমকে দিয়ে চিনের রোবটিক-স্পেস-ক্রাফট চাঙ্গই-৪ সর্ব-প্রথম চাঁদের অন্ধকার দিকটিতে মসৃণ অবতরণ করেছে। একই বছরে চাঙ্গই-৪ এর সাফল্য আর উহানের ব্যর্থতা মনে প্রশ্ন জাগায়।শুধুমাত্র শরীরী সম্পদ বন্টনেই নয়, অস্পৃশ্য সম্পদ বন্টনেও এযাবৎ সব-দেশ দেখিয়েছে ব্যর্থতা।কোভিড-অতিমারি নিয়ে আমরা ব্যর্থ হলাম, কারণ, মানুষে মানুষে দেশে দেশে সম্পর্ক আমাদের নৈতিক নয়, রাজনৈতিক।ভাইরাস এই রাজনীতি বোঝে না। ঝড় জানে না সে কোন জনপদ ধ্বংস করে যাচ্ছে।প্রকৃতির সাথে এই অসম লড়াইয়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে রবীন্দ্রনাথ- 'দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে

মিলিয়ে এই দেশ..' (মানুষের ধর্ম)।মহামারির ইতিহাস-গবেষক-অধ্যাপক স্নোডেনের ব্যাখ্যা—করোনা-ভাইরাস প্রাদুর্ভাব বিশ্ব-মানবতার আয়না।**মহামারির ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও মেডিসিনের ইতিহাসের অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক স্নোডেন।তাঁর এপিডেমিকস্ অ্যান্ড সোসাইটিঃফ্রম দ্য ব্ল্যাক ডেথ টু দ্য প্রেজেন্ট বইটি গত বছর ২২শে অক্টোবার ইয়েল থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষিতে, (তখনো কোভিড ১৯ নাম ঘোষনা হয়নি) এ বছর ৩রা মার্চ এক সাক্ষাতকারে দ্য নিউ ইয়র্কারের সাংবাদিক আইজ্যাককে স্নোডেন জানান-করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মতো মহামারি বিশ্ব-মানবতার আয়না, যেখানে প্রতিফলিত হয় মানুষের সাথে মানুষের নৈতিক সম্পর্ক।**

বিশ্বে অতিমারি ঠেকানোর উপায় নিয়ে একটি বৃহদাকার সিমিউলেশন, ইভেন্ট ২০১,আয়োজিত হয় নিউ ইয়র্কে ১৮ই অক্টোবার, ২০১৯।জন হপকিন্স্ সেন্টার ফর হেলথ সিকিউরিটি, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম ও বিল ও মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এই সিমিউলেশনে উঠে আসে সতর্কবার্তা- বিশ্বে অতিমারি এলো বলে।এক মাসের ব্যবধানে প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর আসে ১৭ই নভেম্বর,২০১৯(সূত্রঃসাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট ১৩ইমার্চ,২০২০)।পণ্ডিতেরা মনে করেন ২০০৯এ সারস্ অতিমারির বিদায়ের সাথে জড়িত ছিল অদূর ভবিষ্যতে করোনা ভাইরাসের কোন নতুন ধরনের প্রত্যাবর্তন।পণ্ডিতেরা এও মনে করেন,দ্রুতগতি সিদ্ধান্তই মহামারি ঠেকানোর শেষ কথা।আর এখানেই আমরা ব্যর্থ হলাম।কোভিড ভাইরাস নিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা হু'র দীর্ঘসূত্রীতা প্রশ্ন তুলে দিল।

গত ডিসেম্বর মাস জুড়ে ব্যতিক্রমী নিউমোনিয়ার প্রকোপ বাড়ে উহানে, উহান সামুদ্রিকখাদ্য তথা জীবন্ত পশু পাইকারি বাজারের সঙ্গে কেনা-বেচায় জড়িত সন্দেহজনক জ্বরে মানুষে-মানুষে সংক্রামিতদের, আক্রান্তদের কথা জানা যায় একাধিক। অথচ, আনুষ্ঠানিক তথ্য বলে, বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা হু চিন-শাখা অজানা কারণে নিউমোনিয়ার কথা প্রথম প্রকাশ্যে আনে গত বছরের শেষ দিন।উৎসস্থল সন্দেহে উহান ভেজা বাজার বন্ধ হয় রাতারাতি।

১৩ই জানুয়ারি থাইল্যান্ডে প্রথম করোনা-আক্রান্ত উহান-আগত যাত্রী।২০শে ছড়িয়ে পড়ে জাপান, দক্ষিন কোরিয়া। মানুষে- মানুষে সংক্রমন নিশ্চিত করে চিন। ২২শে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা হু তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকে, দ্বিধাগ্রস্থ হু-প্রধান, সিদ্ধান্ত স্থগিত। তখন চিনে মৃত্যু ১৭,আক্রান্ত ৫৮০।২৩শে, হু জানায় এটি চিনের আপৎকালীন-অবস্থা, এখনো পৃথিবীর হেলথ্-এমারজেন্সি নয়। আন্তজার্তিক জন-স্বাস্থ্যের আপৎকালীন অবস্থা আলোচনা হয়েও, ঘোষনা হয় না।পাঠকেরা নিদ্রা যাবেন না যেন।

আগুনের ফুল্কির মতো সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার খবর হতে থাকে ক্রমান্বয়ে-সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স,মালেসিয়া, কানাডা,ক্রমে কাম্বোডিয়া, জার্মানি, শ্রীলংকা,মধ্য-প্রাচ্য, ফিনল্যান্ড,ফিলিপিন্স্,ভারত (কেরালা) থেকে। আফ্রিকা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আবার মিটিং,শেষে৩০শে জানুয়ারি হু'র আন্তর্জাতিক জন-স্বাস্থ্যের আপৎকালীন-অবস্থা ঘোষনা।আক্রান্তরা ছড়াতে থাকে বৃটেন, রাশিয়া,সুইডেন,স্পেনে।চিনের বাইরে মৃত্যু-ফিলিপিন্সে, ভাবুন একবার, চিন আমেরিকাকে আশ্বস্ত করে অযথা আতংক নয়, কবে? ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২০। এবার কাহানিমে টুইস্ট।

৭ই ফেব্রুয়ারি, প্রশ্নচিহ্ন হয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান মহামারির হুইসলব্লোয়ার চক্ষুচিকিৎসক লি ওয়েলনিয়াং। মহামারির আগাম আভাস দিয়ে সহকর্মী ডাক্তারদের ও সমাজকে অযথা বিভ্রান্ত করার অভিযোগে পুলিশি হেনস্থা ও মুচলেকা দিতে হয় 'চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য' এই তরুন ডাক্তারকে।বাক-স্বাধীনতা-সংকুচিত চিনে, বেজিং-এ, উহানে আপামর জনগণের মধ্যে ওঠে প্রতিবাদের ঝড়। শয়ে শয়ে মানুষ হুইসিল বাজিয়ে সম্মান জানায়, লি ওয়েলনিয়াং-এর স্মৃতিতে।বাক-স্বাধীনতার জন্যে ও চিনা সরকারের ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে বিদ্বৎ-সমাজ। উহানে সেন্ট্রাল চায়না নরম্যাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তাং ইমিঙ্গের প্রয়াসে অধ্যাপকদের খোলা চিঠি বিলি হয়।

প্রসঙ্গত, গত মে মাসে করোনায় জর্জরিত আমেরিকা ওয়াশিংটনে চিনা এমব্যাসির সামনের রাস্তার নাম বদলের প্রস্তাব আনে ডঃ লি ওয়েলনিয়াং-এর নামে।ততদিনে চামড়ার অস্পৃশ্য-ব্যধি সাদা-কালো রঙের বিবাদ স্নানাগার ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে প্রথম-বিশ্বে।।নৃশংসতার বলি, জর্জ ফ্লয়েডের নামে বেজিং-এর আমেরিকান এমব্যাসির সামনের রাস্তার নাম পাল্টানোর কথা তোলে চিন।তারপর,প্রিয় পাঠকেরা হাসবেন না। কলকাতার হো চি মিন সরণীর গায়ে আমেরিকান কনসুলেটের অবস্থান বুঝিয়ে বিশ্ব-নেতাদের খেলা খেলা যুদ্ধের সাময়িক ইতি টানা হয়। ।

যে কথা বলছিলাম, গত ১০ই ফেব্রুয়ারি হু-চিন যৌথ-মিশনের আন্তর্জাতিক চিকিৎসকদল ডাক্তার অ্যালিওয়ার্ড-এর নেতৃত্বে চিন পৌঁছলে, ১১ই ভাইরাসের আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষনা হয় কোভিড-১৯,মৃত্যু তখন হাজার ছুঁয়েছে, এশিয়ার বাইরে মৃত্যু ফ্রান্সে; সংক্রমনে মৃত্যু উহানের ডাক্তার লিউ ঝিমিং-এর। ইতালিতে সংক্রমন সর্বাধিক। আন্টার্টিকা ছাড়া সব-কটি মহাদেশে ছড়িয়েছে সংক্রমন।২৮শে ফেব্রুয়ারি, হু-আধিকারিকরা বলেন, অতিমারি ঘোষনার এখনো সময় হয় নি।এই পর্যন্ত পাঠকেরা গলা খাঁকিয়ে কেশে নিন, কেননা পরে আর নিশ্চিন্তে কাশা যাবে না।

বিভিন্ন দেশ থেকে প্রথম আক্রান্তের খবরের ক্রমান্বয় ছিল এইরকমঃ ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ইকুয়েডর, কাতার, মোনাকো, লুক্সেম্বরবার্গ, ৩০শে চেক প্রজাতন্ত্র, আইস্ল্যান্ড, আর্মেনিয়া, ২রা মার্চ ইন্দোনেশিয়া,সেনেগাল, পর্তুগাল, য়ান্ডোরা, লাটভিয়া, জোর্ডান, মরোক্কো, সৌদি আরব, টিউনিসিয়া, প্রেস কনফারেন্সে হুর হতাশাজনক বার্তা, উই হ্যাভ নো ভ্যাকসিন, নো ট্রিট্মেন্ট, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ট্রান্সমিশন।৩রা মার্চ ইউক্রেন, আর্জেন্টিনা, চিলি, ৪ঠা পোল্যান্ড, ৫ই বসনিয়া, হার্জগোভিনা, স্লোভেনিয়া, দক্ষিন আফ্রিকা, প্যালেস্টিন, ৬ই স্লোভাকিয়া, ভুটান, পেরু, কোস্টা রিকা, কলম্বিয়া, ক্যামেরুন, তোগো, ৭ই মাল্টা, মলডোভা, প্যারাগুয়ে, মালদেভিস, ৮ই বুলগেরিয়া, বাংলাদেশ, ৯ই আলবানিয়া, সাইপ্রাস, বুরকিনা ফাসো, পানামা, ১০ই ব্রুনেয়ি দারুসালাম, কঙ্গ প্রজাতন্ত্র, বলিভিয়া, জ্যামাইকা, মঙ্গোলিয়া।

অবশেষে, ১১ই মার্চ রক্ষণশীলতার সঙ্গে কোভিড-১৯ অতিমারি ঘোষনা হয়, যখন আক্রান্ত ১১৪টি দেশ, ১১৮০০০মানুষ, মৃত্যু সারা বিশ্বে ৪২৯১।পরের দিনে হু'র বিজ্ঞপ্তি, এটি একটি দ্রুত গজিয়ে ওঠা পরিস্থিতি...উই ডু নট হ্যাভ লাক্সারি অব টাইম...। আর বুঝতেই পারছেন, এই অধমের প্রশ্নটা এখানেই। ১৪ই মার্চ ভারত ঘোষনা করে কোভিড-১৯ নথিভুক্ত বিপর্যয়; করোনা আক্রান্ত তখন৮৪, মৃত্যু২, মৃতদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা অনুদান।

ধীরে ধীরে শুরু হয়, পৃথিবী জুড়ে অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক লকডাউন।বিশ্বব্যাপী অকাল ছুটি। শহর কলকাতার আকাশে কোকিলের অবিরত ডাক। ভাইরাস আতিমারি , বিশ্বের প্রায় সব দেশকে অচল নিস্তব্ধ করে দেয়।বর্ডারলেস ভাইরাস স্বপ্ন দেখায় মেডিসিন স্যান্স্ ফ্রন্টিয়ার, ডক্টরস্ উইদাউট বর্ডার, বর্ডারলেস মানবসমাজের।পৃথিবীর গভীরতম অসুখ এখন, এই মন্ত্র কানে দেন কবি নয়, রাষ্ট্র। ইতিহাসের বারবেলায় বন্ধ হয় গুরু শিষ্যের আদানপ্রদান,ভক্তদের জন্যে বন্ধ হয় মন্দির, মসজিদ, চার্চ, দরগা, গুম্ফ। দার্শনিক ন্যইচের জরাস্থ্রুষ্টের পাগলের প্রলাপ প্রতিধ্বনিত হয়,গড ইজ ডেড। গড রিমেন্স ডেড।অ্যান্ড উই হ্যাভ কিলড্ হিম।পাশেই বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল। ছুটে যাচ্ছে অ্যামবুলেন্স, সাইরেনের আওয়াজ ত্রিসন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ফালা ফালা করে দিচ্ছে।ইতিহাস মনে করাচ্ছে চসারের কালো মড়কের অভিজ্ঞতা, অ্যান ইনভিসিবল্ থিফ কলড ডেথ। গা ছম ছম করছে আর মনে আসছে পল বামারের উক্তি : উই স্লিপ অ্যান্ড ইট উইথ ডেথ -সে ছিল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রেমার্কের কালজয়ী সৃষ্টির অনবদ্য ছায়াছবি মাইলস্টোনের পরিচালনায়-অল কোয়াএট অন দ্য ওয়েস্টারন ফ্রন্ট-(১৯৩০)।

করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত পৃথিবীতে আমরা সকলেই প্রশ্নরত, অপ্রস্তুত পরীক্ষার্থী, উদ্ভ্রান্ত, জানা নেই অনেক উত্তর। ইতিহাসে পাঠ করেছি, দুর্ভিক্ষের তাড়ায় গ্রামের মানুষ শহরে ভিড় করত আর শহরে অল্প জায়গার মধ্যে

বাঁচতে গিয়ে পরোক্ষে মহামারি ডেকে আনত। ইউরোপে, এশিয়ায় টাইফাস, কুষ্ঠ, বসন্ত, জন্ডিস এবং প্লেগ ইত্যাদির মড়ক লেগেছিল।কিন্তু,সে তো পাঠ্যবইয়ের ইতিহাস।স্প্যানিশ ফ্লু,সেও তো ১০০বছর আগের ঘটনা, তার ভয়াবহতা অনুমানের ঝুলিতে তাই অনাসন্ন, রিমোট।'আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর'-সেও শতাধিক বছর আগের লেখা নজরুলের বিদ্রোহি কবিতা যা হয়তো পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বলতেন- অনুমানই অর্ধেক সত্য। বাস্তবে আমাদের সমাধানের চেয়ে সমস্যার অনুমান বেশী করতে হয় কারণ, মাদার নেচার ডাস নট ডেলিভার প্রবলেমস ইন আ টেক্স্টবুক ওয়ে-বলেছেন প্রাবন্ধিক, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, নাসিম তালেব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে ১২টি বই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল চিন্তাজগতে, সান্ডে টাইম্স সার্ভে অনুসারে নাসিম তালেবের ২০০৭-এ প্রকাশিত 'দ্য ব্ল্যাক সোয়ান-ইম্পাক্ট অব দ্য হাইলি ইম্প্রবাবেলস' তার অন্যতম।তার 'কালো-হাঁস' তত্ত্ব ইঙ্গিত করে এমনই বিরল অনিশ্চিত ঘটনা যা বিশ্বকে গ্রাস করে এবং প্রভূত আধিপত্য কায়েম করে।কোভিড অতিমারি হতেই পারে তার জ্বলন্ত উদাহরন। নাসিম এক সাম্প্রতিক সাক্ষাতকারে উড়িয়ে দেন এই তুলনা। প্রশ্ন তোলেন পুর্বাভাস সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক বিশ্ব কি কোভিড অতিমারির জন্যে তৈরি ছিল?তৈরি ছিল কি চিন?

মেডিক্যাল ল্যাবগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে সারা বিশ্ব। দেশে দেশে চিত্রার্পিতের মতো তাকিয়ে দেখেন বিজ্ঞানীরা,যেমন দেখেছিলেন বোকাচ্চো ইতালিতে সাড়ে ছশো বছর আগে ইউরোপ জুড়ে কালো মড়কের বেলায় আক্রান্তদের, ডায়িং মোর লাইক অ্যানিমালস্ দ্যান হিউম্যান বিয়িংস্। ভ্যাকসিনের খোঁজে হাহাকার চলে।'ঘুণগ্রস্ত এই যুগ মৃত্যুজ্বরে কাঁপে হাড়ে হাড়ে'- গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে কলকাতায়, অখণ্ড বাংলায় মুখে মুখে ঘুরতো জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি', শম্ভু মিত্রের অ্নন্য কন্ঠে-'অর্জুন অর্জুন আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন'। হে প্রয়াত কবি, শব্দটা অর্জুন কেটে ভ্যাকসিন হলে আজও প্রকাশিত হতো বিশ্ববাসীর আকুল আকুতি।

দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন পাব্লিক গুড্স্ বা গণ-পন্যের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অর্থনীতির ক্লাসরুম থেকে বার করে এনে সব ডিসিপ্লিনের পড়ুয়াদের, শিক্ষকদের, সুশীলসমাজের আজ তা বুঝে নেবার সময়। ৪ঠা জুন এই প্রতিবেদন শেষ করার দিন নিউ ইয়র্কে গ্লোবাল ভ্যাকসিন সামিটে বার্তা দেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান গুটারেস, ভ্যাকসিন যদি তৈরিও হয়ে যায় পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও মানুষের কাছে তাকে হতে হবে 'বিশ্ববাসীর গণ-পন্য' ও সহজলভ্য। সেই অনতিদূর পৃথিবীতে অবাক জলপানের ক্লান্ত, তৃষার্ত পথিক একটু জলের জন্য ভাষার জাগ্লারিতে হয়রান হবে না।অবাক পৃথিবীকে সেলাম ঠুকে অকালে বিদায় নেবে না অভিমানী কবি।বিশ্বের সবকটি দেশকে সংঘবদ্ধ ও মৈত্রীর বন্ধনে আসতেই হবে অন্তত করোনা-মুক্তির জন্য।প্রলয় সৃষ্টি নিয়ে পুতুল খেলা চলবেই, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার পৃথিবী, যদি মেনে নিতেও হয়, তবু এত অশনি দানের পরেও, জেনে শুনে আমরা আর বিষ পান করবো না।

ডঃ অশোক মুখোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ